তারিখ: ০৬ জুন ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ফায়ার সার্ভিস কর্মী'সহ ৪৯ জন নিহত এবং আরো প্রায় দুই শতাধিক আহতের ঘটনায় উদ্বেগ জানাচ্ছে ব্লাস্ট

গত ৪ জুন ২০২২ তারিখ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ফায়ার সার্ভিস কর্মী'সহ ৪৯ নিহত এবং আরো প্রায় দুই শতাধিক আহত হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট- ব্লাস্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। একই সাথে ঘটনার প্রকৃত কারন উদঘাটন করে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছে ব্লাস্ট।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, গত শনিবার (৪ জুন ২০২২) রাত ৯টার দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের ভাটিয়ারী এলাকায় বিএম কনটেইনার ডিপোতে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করার সময় রাসায়নিক থাকা একটি কনটেইনারে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। আগুন লাগার পর সারা রাত সেখানে থেমে থেমে বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনায় প্রায় তিন শতাধিক মানুষ আহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিস কর্মী'সহ ৪৯ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জানা গেছে, বিএম কনটেইনার ডিপোতে 'হাইড্রোজেন পারক্সাইড' নামের বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক রয়েছে। হাইড্রোজেন পারক্সাইড একটি রাসায়নিক যৌগ। এটি যদি উত্তপ্ত করা হয়, তাহলে তাপীয় বিয়োজনে হাইড্রোজেন পারক্সাইড বিস্ফোরক হিসেবে আচরণ করে।

উল্লেখ্য, এর আগেও ২০১০ সালের ৩ জুন পুরান ঢাকার নিমতলীর নবাব কাটরায় রাসায়নিকের গুদামে লাগা আগুনে ১২৪ জন মানুষ পুড়ে অঙ্গার হন। ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরিন গার্মেন্টস অগ্নিকান্ডে ১১২জন, ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে পুরান ঢাকার চুড়িহাট্টার ওয়াহেদ ম্যানশনে রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারায় ৭১ জন। এছাড়া ২০২১ সালের ৮ জুলাই নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাসেম ফুডস লিমিটেড কারখানায় অগ্নিকান্ডে ৫১ জন শ্রমিক নিহত এবং ৩৪ জন আহত হন। এছাড়া, গাজীপুরের টাম্পাকো, সম্প্রতি ঢাকার সোয়ারিঘাটের রুমা রাবার (জুতা কারখানা) সহ বিভিন্ন কারখানা/ প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের ঘটনাও সবার জানা। প্রকৃত দায়ী ও দোষী ব্যক্তিদেরকে যথাযথ শাস্তি না দিয়ে বিচারহীনতার চর্চা এবং পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের যথাযথ দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা এ সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তির মুল কারণ বলেই প্রতীয়মান হয়।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয়লাভের এবং আইনানুযায়ী ব্যক্তি-জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। এভাবে কোন কনটেইনার ডিপোতে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষনের জন্য আলাদা কোন জায়গা করা এবং গুদামে দাহ্য পদার্থ সংরক্ষনের কারণে যে কোন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পরিকল্পিত ও যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ব্লাস্ট উপরোক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, নিহত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে নিহত শ্রমিকদের সনাক্ত, হতাহত শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ড (লস অফ ইয়ার আর্নিং এর ভিত্তিতে) অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণ এবং পূণর্বাসনের দাবী জানাচ্ছে। পাশাপাশি এ ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী সকলের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

বার্তা প্রবাহক: ব্লাস্ট কমিউনিকেশন

আরও তথ্যের জন্য: communication@blast.org.bd